অরণ্যে উদাসীন

তনুশ্রী মানজি

অরণ্যে উদাসীন

তনুশ্রী মানজি

জলছবি প্রকাশন

অরণ্যে উদাসীন

তনুশ্রী মানজি

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-92648-7-3

প্রচ্ছদ

তনুশ্রী মানজি

মূল্য : ১২৫ টাকা

অনলাইন পরিবেশক

www.jalchhabibook.com
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭
ও
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭.

Oronnye Udaseen by **Tonushree Manji**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 110.00, US $ 3

উৎসর্গ

আমার বাবা ও মাকে

সূচিপত্র

সুপ্রভাত	৯	২৬	তারার ভিড়
নারীর জীবন পোশাক	১০	২৭	সম্পর্ক
নারী	১১	২৮	নীল পাখি
ক্রন্দন	১২	২৯	তনয়া
সুখের সংজ্ঞা	১৩	৩০	অস্পৃশ্যতা
নৈতিকতা	১৪	৩১	অপেক্ষায় জীবন
শিশু	১৬	৩২	স্বপ্নের সাথে কিছুক্ষণ
কবিতার ব্যাকরণ	১৮	৩৩	শূন্যতার রণক্ষেত্র
প্রশ্ন আর অর্থ	১৯	৩৪	অনুভূতি
হীনতায় আকাশ	২০	৩৫	তৃতীয় লিঙ্গ
স্বপ্নের উপন্যাস	২১	৩৬	গন্তব্যের ঠিকানা
তুমি ঘৃণা নিও	২২	৩৭	দুঃস্বপ্ন
শব্দার্থ	২৩	৩৮	সবুজের লড়াই
একাকিত্ব	২৪	৩৯	আমি একাত্তর দেখিনি
স্পর্শ	২৫	৪০	অরণ্যে উদাসীন

সুপ্রভাত

সময়ের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছে সমস্ত মানুষ।
প্রতিটি ঘরে অবিশ্বাসের নড়বড়ে খুঁটি ধরে
দাঁড়িয়ে আছে ভালোবাসার অতীত স্মৃতি।
বিশালতার লাল ইটে গড়া দালানবাসীর
কেটে যাচ্ছে সময় ব্যস্ততায়।
প্রকৃতির মৌনতায় শুকিয়ে যায় নির্বাক ফুটন্ত ফুল।
ঝরে যায় রঙধনুর রঙে সাজানো নাম না-জানা অনেক ফুলের পাঁপড়ি।
বিশুদ্ধ বায়ুতে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, স্বচ্ছ পানিতে অসংখ্য ধুলোবালির মিশ্রণ,
খসে পড়া পাহাড়ের সাথে মিশে আছে
অকৃত্রিম ধ্বংস।
অভিজ্ঞতার সাদা চশমা চোখে–
বিনিময় খুঁজে ফেরে নিষ্ঠুর জনমানব।
নিঃস্বার্থ ভালোবাসার শুদ্ধতা সন্দেহের অশ্রুনদীর জলে দূষিত।
অশান্তির বাঁশ দিয়ে তৈরি, চতুর্বেড়ার মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
সুন্দর জীবনের ভবিষ্যত।
পাখিরা আগের মত ফিরে যায় না গন্তব্যে।
কোকিলের কন্ঠে শোনা যায় করুণ সুর।
নদীর মাছ এখন থাকে চার দেয়ালের কাঁচের স্বর্গে।
জীবাণু নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এডিস মশা।
চলে অনর্গল তার খেলা।
সুযোগ পেলেই ঢেলে দেবে বিষাক্ত রক্ত।
আজ বৃক্ষের প্রতিটি পাতা অনুভূতির স্পর্শ খোঁজে,
দূষিত বায়ু খোঁজে বিশুদ্ধতা, জীবনের অর্থহীন স্বপ্নরা খোঁজে গন্তব্য,
অভাবের দংশনে ক্লান্ত জীবন যেন মৃত্যুর পথযাত্রী।
কে দেবে ফিরিয়ে সেই সবুজ, সেই সজীবনগর, সেই শান্ত রাত্রি-চঞ্চল সকাল,
গ্লানিহীন সন্ধ্যা, মঙ্গলময় পবিত্র প্রভাত!

নারীর জীবন পোশাক

কষ্ট সুতোয় দুখের কাপড়, বুনছি ব্যথার তুলা হতে
সাদাকালো নষ্ট স্মৃতি, ভাসতে দেখি অন্ধ স্রোতে।
দুখের ছেঁড়া কাপড়গুলো, লজ্জিত হয় বারে বারে
সুখের নকল উপকরণ, এগিয়ে এসে হাতটি ধরে।
চুমকি-পাথর, এম্ব্রয়ডারী, অশ্রু ঢাকার কারিগরী
কষ্ট গেঁথে কষ্ট লুকাই, জড়িয়ে দেহে স্নিগ্ধ শাড়ি।
মসলিন আর জামদানিতে, কষ্ট বেশি লুকিয়ে থাকে
তবুও তাদের ব্যথার ভেলা, নকল সুখের আশায় ভাসে।
উপেক্ষা আর অবহেলা, নিত্যদিনের গলার মালা
আদেশ নামের টিকলী পরে, সইছে নারী দহন জ্বালা।
আংটি, চুরি, পায়েল বলো, কাঁদছে সবাই অবিরত
আর্তনাদের সাক্ষী তারা, চুপটি করে সইছে ক্ষত।
আমরা যারা ঘোমটা পরি, দেখতে আকাশ দ্বিধা করি,
শরীর কিংবা মনের ক্ষুধা, মাথায় রেখেই ঘুমিয়ে পড়ি।
অফিস কিংবা মিডিয়াতে, বাড়লে সুনাম কাজের মাঠে
'চরিত্রহীন নারী' তারা! হাসবে সবাই বাঁকা ঠোঁটে।
পিতৃ কিংবা শ্বশুড়বাড়ি, চায় পেতে এক লক্ষ্মী নারী
থাকবে নাটাই তাদের হাতে, আমরা হবো বন্দী ঘুড়ি।
উড়তে থাকি সারাজীবন, মেঘলা কিংবা রোদাকাশে
যখন নারী একলা হাঁটে, জীবন পোশাক মুচকি হাসে।

নারী

নারী তুমি মাতা
সৃষ্টির প্রতিমূর্তি
ধ্বংস করো, করছে যারা
তোমায় নিয়ে ফুর্তি।
নারী তুমি নও দুর্বল
হাতে নাও নিজেদের ভার
নারী তুমি নও ভীতু
ভয়ে আজ কাঁপাও শত্রুদ্বার।
নারী তুমি আজ এসিডদগ্ধ
নীরব তোমার ক্রন্দন
আগামীর রবি ডাকবে তোমায়
ভাঙো অতীতের বন্ধন।
নারী তুমি আজ বেগের যুগে
চালাও আগ্নেয়াস্ত্র
আবেগের স্রোতে বয়ে গিয়ে তুমি
ছুড়ো না দেহের বস্ত্র।
নারী তুমি হও সাহসী
আজ দেখাও তোমার শক্তি
তোমার তরেই সফল হোক
মোর কবিতার পঙক্তি।

ক্রন্দন

সমরেশ মজুমদারের ‘দীপাবলী’ আমি নই, নই আমি ‘মাধবীলতা’
আমি অসুস্থ মনের রুগ্ন দেহধারী এক সাধারণ যুবতী।
যার বাস্তব আঙিনায় অবাস্তব স্বপ্ন দেখার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যার মৃত সাহস কখনোই পৌঁছাবে না অন্ধ গন্তব্যে।
রবীন্দ্রনাথের ‘মৃন্ময়ী’ আমি নই, নই আমি জীবনানন্দের ‘বনলতা’
আমি শৈশবের মুখোশ হতে বেরিয়ে আসা এক অদ্ভুত নারী।
যার চোখে শান্তির নীড় খোঁজা নিতান্তই বোকামি।
শরৎচন্দ্রের ‘বিন্দু’ আমি নই, নই আমি মাদার তেরেসা
আমি মমতার কৃত্রিম সৌন্দর্যে
খুঁজে পাওয়া হীনতার, বিশাল পরিহাস।
আমি বকুল নই, নই আমি লাল গোলাপ
আমি নির্বাক চারদেয়ালে বন্দী, কাগজের গন্ধরাজ।
আমি প্রেম নই, নই আমি সবুজ পাতায় গড়া বাসর।
আমি রাতের মঞ্চে জেগে থাকা, জলসা ঘরের আসর।
আমি জীবন নই, নই আমি জীবিত কেউ
আমি মৃত আত্মার সজীব দেহে
ক্রন্দনেরই ঢেউ।

সুখের সংজ্ঞা

ছুটছে সময় ছুটছে মানুষ, আকাশ জুড়ে ব্যস্ত ফানুস
পুড়ছি সবাই তিলে তিলে, সুখের আশায় সবাই বেহুঁশ।
ফানুসগুলোর এই মিছিলে, সকল শ্রেণীর প্রার্থী আছে
'সংজ্ঞা' সুখের যদি বলো, ভিন্ন রকম সবার কাছে।
তাদের কথাই বলি আগে, অভাব যাদের আঁকড়ে বাঁচে
স্বপ্নসুখের চাদর গায়ে, প্রতিদিনই কষ্ট হাঁচে।
কম বেতনে মাস কাটে না, চাল জোটে তো মাছ জোটে না
বাজার গেলেই চোখ কপালে, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
পড়ছে স্কুলে ছেলেমেয়ে, আসছে বিপদ সামনে ধেয়ে
কোচিংসহ অন্য খরচ, পঁচিশ হাজার সব মিলিয়ে।
বেতন যখন হার মেনেছে, ব্যবসা তখন হাত ধরেছে
ব্যবসা-বেতন দুটোই গেছে, এমন নজির ঢের মিলেছে।
অন্যরকম সুখের চাওয়া, দুঃখ সেথায় ফাগুন হাওয়া
এমন অনেক মানুষ দেখি, পেয়েও তাদের হয় না পাওয়া।
লক্ষ টাকার গয়না দিলে, ভালোবাসে বউকে ছেলে
বউ যদি দেয় দামি ঘড়ি, ভালোবাসার দামটি ধরি।
ফেসবুকেতে দেখবে তাদের, রঙিন কত রঙের ছবি
খুঁজছে ওরাই দিনে রাতে, 'কে আছিস আয় বন্ধু হবি'?
সখ-এর কাজে বাধা দিয়ে, ভবিষ্যতের জমছে টাকা
বর্তমানে সুপ্ত সুখের, কোন রকম চলছে চাকা।
এমন অনেক প্রার্থী আছে, যা পেয়েছে তাতেই সুখি
সংজ্ঞা সুখের তাহার কাছে, জীবন মানেই বাড়তি ঝুঁকি।
দুবেলা ভাত স্বপ্ন তাদের, আর কিছু না চায়
বাড়তি পেলে জীবন থেকে, সুখের সীমা নাই।

নৈতিকতা

নীতিসুরের স্বরলিপি, করছে যে জন অনুসরণ।
সমাজ তাকে চিনতে পারে, আমরা করি অনুকরণ।
বিনয়গীতি গাইতে গিয়ে, তাল কেটেছে কত জনের!
পালিয়ে গেছে মঞ্চ হতে, চেষ্টা ছিলো অল্পক্ষণের।
নয়তো সহজ টিকে থাকা, ভদ্রতাকে সঙ্গী করে,
প্রতি পদেই ‘আচরণের রাণী’ এসে ভুলটি ধরে।

পাঠ্যবইয়ে শিশু শেখে, বর্ণমালার রঙিন খেলা,
নৈতিকতার ভাঙা তরী, কুড়িয়ে বেড়ায় অবহেলা।
‘ক’ আর ‘গ’-এর অন্তরালে, থাকতো যদি প্রশ্ন এমন!
‘পরিবারের সাথে তোমার, বিনিময়ের চিত্র কেমন?’
লিখতো শিশু সত্য কথা, উজাড় করে মনের ব্যথা,
স্বচ্ছপ্রাণের অনুবাদেই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন গাঁথা।

আমরা অনেক গায়ক আছি, শ্রদ্ধালয়ের পাতালপুরে
পেশা দেখে ‘আপনি’ বলি, শিষ্টাচারের পোশাক পরে।
সম্মানের এই চাদরখানা, রিক্সাওয়ালার পেতে মানা,
কে বলেছে এমন কথা, কারো কী ভাই আছে জানা?

বাড়ীর সকল কাজ যে করে, বয়স এখন ষাটের ঘরে
পেটের দায়ে কাটছে সময়, তিক্তকথা-গালি-চড়-এ।
অন্তর্বাস ধোয়ার আদেশ, দিচ্ছে অনেক শিক্ষিতরা,
নিজের কাছেই সভ্য ভীষণ, বিবেকবিহীন ভণ্ড যারা।

আরও কিছু মানুষ দেখি, ধর্ম নিয়ে যারা নাচে,
অসুস্থ্ সব চিন্তা নিয়ে, যুদ্ধ তাদের আঁকড়ে বাঁচে।
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, বিপদ আসে ধীর গতিতে
নারী-শিশু প্রথম শিকার, চলতি সময় বা অতীতে।

আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি, নিজের ছায়ায় জগত দেখি
নৈতিকতার গানগুলিকে, বই-এর ভাঁজে লুকিয়ে রাখি।
গুণীজনের জীবন পড়ে, হচ্ছে সবাই বেশ পড়ুয়া,
মূল্যবোধের দ্বারে তারাই, শব্দবিহীন কাকতাড়ুয়া।

শুদ্ধ মনে মাঠে-ঘাটে, হাসিমুখে চলতে হবে।
ভালোবাসা পেতে হলে, নীতির সুরে গাইতে হবে।

শিশু

তনয় নামের একটি ছেলে, দেখছি তাকে রোজ বিকেলে,
বয়স হয়তো কুড়ি-পঁচিশ, পাশের মাঠেই ক্রিকেট খেলে।
বাবার আছে টাকা-গাড়ি, মায়ের গায়েও দামি শাড়ি,
জমিদারের ভাইয়ের ছেলে, ঢাকায় দুটো নিজের বাড়ি।
ব্যবসা বাবার ভালোই চলে, মা ডাক্তার হসপিটালে,
বাবা-মায়ের বাধ্য ছিলো, পড়তো যখন কে.জি স্কুলে।
এখন মেজাজ খুবই গরম, সামনে যা পায় মারছে তুলে,
শ্রদ্ধাবোধের মরণ হলো, প্রশ্রয়েরই গলায় ঝুলে।
নৈতিকতার শুদ্ধ বিধান, অর্থ কী তার জানলো না সে,
আদব-কায়দা কাকে বলে, কারোর কাছেই শিখলো না সে।

ছোট্টবেলায় বাবা-মায়ের, সময় চেয়ে ক্লান্ত হতো,
উপেক্ষা আর অবহেলায়, আকাঙ্ক্ষারা কষ্ট পেত।
কাজল ছিলো কাজের ছেলে, খেলতো সাথে সময় পেলে,
সারাটাদিন খেলার ছলে, মারতো ঘুষি সুযোগ পেলে।
বাবা-মায়ের হয়নি সময়, দু-গালে দুই চুমু দেয়ার,
টেলিফোনে বলতো হেসে, 'কেমন আছো? লাভ ইউ ডিয়ার'।

এই করে সে বড় হলো, নষ্ট মনের যুবক হলো
বাবা-মায়ের টাকা ছাড়া, তার কাছে সব অন্ধ ধূলো।
ফেসবুকেতে জুটলো নারী, নামলো পথে প্রেমের গাড়ি,
থামলো হঠাৎ নিজের দোষে, প্রেমের সাথে দিল আড়ি।
নতুন করে বিঁধলো আবার, কষ্টকাঁটার তীব্র ব্যথা ।
নেশার জলে সাঁতার কেটেও, কুল-কিনারা পায়নি কোথা।
হাহাকারের ঝড়ের মাঝে, আপন মানুষ সবাই খোঁজে
কুঁকড়ে থাকা যন্ত্রণাটা, যার মিলেছে সেই তো বোঝে।
ঘুমের বড়ি সঙ্গী হলো, বাবা মায়ের পায়নি সাড়া,

মৃত্যু যখন কাছাকাছি, উঠলো জেগে মায়ার পাড়া।
বাবা-মায়ের কষ্ট হলো, কষছে হিসাব দিনে-রাতে,
পয়সা-টাকা, গাড়ি-বাড়ি সবই ছিল ছেলের হাতে!
গবেষণায় পাওয়া গেল, ঘাটতি ছিলো ভালোবাসায়,
'প্রশ্রয় আর পঙ্গু শাসন সন্তানদের জলে ভাসায়'।
হাঁটছে এখন খুড়ে খুড়ে পচে যাওয়া আকাঙ্ক্ষারা,
বাবা-মায়ের স্বপ্ন এখন, ছেলের ভালো বন্ধু হওয়া।
সুস্থ হয়ে ফিরলো তনয়, পুরনো সেই বাসভবনে
বাবা মায়ের ভালোবাসায়, দিন কাটছে খুব যতনে।
এমন স্নেহ আগে পেলে, তনয় হতো লক্ষ্মী ছেলে,
ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-স্নেহ, সামনে সবার দিত ঢেলে।

শিশুর সবুজ শূন্য প্রাণে, ভণ্ড ঘুড়ির ভিড়ছে নাটাই
আসুন তাদের বন্ধু হয়ে, মন্দ-ভালোর বিচার শেখাই।

কবিতার ব্যাকরণ

কবিতা কিংবা গল্প লিখার ব্যাকরণ আমি শিখিনি।
বাক্যমালা গাঁথার সময় যে শব্দগুচ্ছ সাজাতে হয়
অনুভূতির ভাঁজে,
সেই নৈপুণ্যতা আমার নেই।
বিন্দু থেকে বৃত্তে এসে সমাপ্তির তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া,
বোধ করি তাও হয়নি।
আমি বাস্তবতার খোলসে পচে যাওয়া কিছু লাল শব্দ নিয়ে
ঘুরে বেড়াই, সভ্য মানুষদের ভিড়ে।
আঁকতে থাকি তাদের নগ্ন মুখোশ।
উপহাসের গ্লাসে পান করি অজস্র তিক্ততা।
তবুও আমি আঁকি।
স্বপ্ন দেখি, লাল শব্দ একদিন সবুজ হবে আমার।

প্রশ্ন আর অর্থ

ভালোবাসার অর্থ কী
কেবলই চোখের জলে
নীল খামেদের ভেসে বেড়ানো?
উদাসী নয়নে প্রহর গুনে গুনে
ধূসর ক্লান্তি বয়ে চলা।
নাকি কবিতার স্বর্ণাক্ষরে প্রেমকে ভাসিয়ে
দুখের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া?
জীবন মানে কী
ভবিষ্যতের ঝাপসা আলোয় বর্তমানের হারিয়ে যাওয়া?
নাকি অতীতের অন্ধকারে অশ্রুনদীর ঢেউয়ের তালে
স্মৃতির সাগরে পাড়ি দেয়া?
মৃত্যুর অর্থ কী
কেবলই শ্বাসহীন নিথর দেহ,
অসংখ্য ভুলের নিশ্চিত সমাপ্তি,
নাকি জীবিত আত্মার সুপ্ত আর্তনাদ?

হীনতায় আকাশ

নির্জীব কাঁচের জানালার ফাঁকে জীবন্ত আকাশের সংসার দেখি।
বিশালতার অহংবোধে, প্রতিটি মুহূর্ত যে পরিহাস করে আমার ক্ষুদ্রতাকে।
যার অপ্রত্যাশিত নীলিমার মাঝে,
শূন্যতারা ভেসে বেড়ায় তারই অজান্তে।
যেখানে অসুখী মেঘেরা উঁকি দেয় যন্ত্রণার ডানা মেলে।
হঠাৎ দেখি–
চাঁদ আর তারার অলক্ষ্য সাক্ষাতে যেন সে বিভোর।
সে জানে রাত ফুরোলেই এই সংসার ভাঙবে।
তবুও ...

স্বপ্নের উপন্যাস

স্বপ্নের বই লিখে ভেবেছিলাম-
সব স্বপ্ন আমার।
তোমার চোখের ঘুম বুঝি আমার স্বপ্নের উৎস।
তাই চোখ খুলে যেদিন তাকালে,
আমার অদৃশ্য বই এর প্রতিটি পাতা এলোমেলো ডানায় চড়ে
পাড়ি দিল অনেক দূরে।
আজ আবার বসেছি স্বপ্ন লিখতে।
হঠাৎ মনে হল,
এবার হারালে, নিজেকে সামাল দেব কোন আশায়!

তুমি ঘৃণা নিও

আমি প্রতিনিয়ত সইতে থাকি
মানসিক যন্ত্রণার শাসন।
বইতে থাকি অশ্রুসাগরে
নোনা জলের ধারায়।
নাম না-জানা মনের অসুখে আমি বিষণ্ন আজ।
তোমার প্রেমের বিষাক্ত দংশনে
প্রতিটি মুহূর্তকে আমি আবিষ্কার করেছি
যন্ত্রণার দালানরূপে।
তোমার গড়া দূষিত বাক্যমেলায়
আমি জীবিত বলে,
বিষাদের অনুভুতিরা আমায় জড়িয়ে ধরে।
তাই আজ আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
তোমায় ঘৃণা ছাড়া কিছুই দিতে চায় না।

শব্দার্থ

কবিতা-
বর্ণমেলায় শব্দ বুনে
গোছানো কয়েকটি পঙক্তি।
জীবন-
বেঁচে থাকার তাগিদে অবিরাম যুদ্ধ।
সাগর-
অসীম পথের কিনারা খোঁজা।
বকুল-
সৌন্দর্যের অহংবোধে মাটিতে লুটিয়ে পড়া।
বিরহ-
অশ্রুসিক্ত অন্ধ ভেলায়
নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া।
ভালোবাসা-
সীমাহীন ভালোলাগার বিশুদ্ধ অনুবাদ।
প্রেম-
সবার আড়ালে
নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেয়া।

একাকিত্ব

একাকিত্ব বড়ই একা।
ঠিক যেন আমার মনের মতো।
আনন্দঘন ভিড়ে হঠাৎ আবিষ্কার করি
আমার ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতি।
প্রশ্ন করি, নির্জনতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সুখ বাঁচতে পারে কি?
আমি আবার তলিয়ে যাই,
একাকিত্বেও তরল নির্বাসনে।
ভাসতে থাকি আনমনে,
মিশে একাকার তবুও আলাদা।
একাকিত্ব তবুও তুমি বর্তমান!

স্পর্শ

তোমায় আমি দেখিনি।
তবু মনের গহীনে
তোমার আলো-ছায়ায় মিশ্রিত
অস্পষ্ট ছবি অঙ্কন করেছি।
তোমার চোখে চোখ আমি রাখিনি।
তবু মনে হয়,
মনের আড়ালে, দৃষ্টির বন্ধনে
আমায় বেঁধেছ।
তোমায় আমি স্পর্শ করিনি,
কেবল অনুভবে মেখে নিয়েছি
স্নিগ্ধ পরশ।

তারার ভিড়

একদিন চঞ্চলতার চাদর গায়ে, প্রেম এসে ভগ্ন হৃদয়কে বললো–
‘আমার আমিতে শুধু তুমি রয়েছ,
আমার শূন্যতা, পূর্ণতা, ব্যর্থতা, শুদ্ধতা সবই তোমায় ঘিরে।
বেদনা ও সান্ত্বনার হলুদ বর্ণের স্তব্ধ আকাশে
আমার একমাত্র চাঁদ তুমি।’
ভালোবাসার রণক্ষেত্রে পরাজিত, আবেগহীন হৃদয় বললো–
‘বাস্তবতার লাল সূর্যকে আমি দেখেছি।
আমি তারই আলোয় ঝলসে যাওয়া সাধারণ কেউ।
আমি জানি না তোমার পরিচয়-শুধু জানি-
তোমার আকাশের চাঁদ আমি নই,
আমি অনেক তারার ভিড়ে একজন।

সম্পর্ক

সাত সকালে চোখটি খুলে, অফিস ঘড়ির বোঝা তুলে
সারি সারি ছুটছে মানুষ, দৌড়ে কিংবা বাসে ঝুলে।
সারাটাদিন কাজের ভারে, মেজাজ যখন মনের দ্বারে
ভালো কী আর লাগে বলো, সেই পুরনো পরিবারে?
কলিগ সবাই বন্ধু এখন, সকল খবর ওরাই জানে।
বাবা মায়ের প্রশ্নগুলোই, কাঁটার মত বিঁধছে কানে।
স্বামী-স্ত্রীর হয়না দেখা, যদিও থাকে একই ঘরে,
অফিস ফিরে ক্লান্ত দুজন, যে যেথা পায় ঘুমিয়ে পড়ে।
বাবা-মায়ের পায় না আদর, সময় কাটে টিভি দেখে
কাজের লোকের অবহেলায়, শিশুগুলো হিংসা শেখে।
ছুটছে সবাই টাকার পিছে, আপন মানুষ ফেলে পিছে।
ভবিষ্যতের ধূসর আলোয়, আমরা সবাই নামছি নীচে।
যার যা আছে তাতে সুখী, আমরা কী আর হচ্ছি বলো!
বাড়ি-গাড়ি-টাকার লোভে, আপন মানুষ শত্রু হলো।
ধনী হবার যাত্রাদলে, সাজছে রাজা কত-শত,
মরছে আর মারছে তারা, সমাজটাকে করছে ক্ষত।
পরিবারের চেয়ে দামী, নেই তো কিছু এই সংসারে
যাদের বয়স ষাটের উপর, বুঝছে তারা হাড়ে হাড়ে।
সব মানুষই বাড়ি ফেরে, কাঙাল হয়ে জীবনপথে
শেষ বয়সে চায় কেবলই, ভালোবাসার ছোঁয়া পেতে।
জীবন মানে যুদ্ধ বাঁচার, যে যুদ্ধে সবাই হারে
দুঃখ-হাসির খেলায় মেতে, জয়ী হতে কে বা পারে?
আসুন সবাই সময় বাঁচাই, আপন মনের দুঃখ ঘুচাই
ভালোবাসার মালা পরে, স্নেহের মালা গাঁথতে শেখাই।
কারণ সম্পর্ক যত্নে বাঁচে, অযত্নে মরে যায়...

নীল পাখি

মানুষ কী আর
ইচ্ছে মতো চলতে পারে?
সময় পালের
জীবন তরী নিচ্ছে তারে।
নিচ্ছে কোথায়, প্রশ্ন করে চুপ থাকি
প্রয়োজনের ঢোলের তালে রং মাখি।
ডুব দিয়েছে সুখের যত ঢেউ ছিল
মেলছে ডানা দুখের সকল নীল পাখি।

তনয়া

তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলো একটি শিশু।
তোমার হাতেই তার বেড়ে ওঠা।
একজন বালিকা, একজন কিশোরী, একজন পূর্ণ নারী-
দাঁড়িয়ে আছে তোমার আয়না হয়ে।
যার শৈশবে, অপরিচিত মহলের একমাত্র চেনা মানুষ তুমি।
যার কৈশোরের একমাত্র বন্ধু তুমি।
যার যৌবনে একটি গোপন ডায়েরী তুমি।
যার শুদ্ধ মানসিকতার উৎস তুমি।
যার ভাষার প্রতিটি শুদ্ধাচারণ তুমি।
যার প্রতিটি কান্নার সমাপ্তি তুমি।
যার বন্ধুর পথের সাহস তুমি।
যার সৌন্দর্যের স্রষ্টা তুমি।
আমি তোমার একমাত্র তনয়া,
যার প্রতিটি স্নায়ুতে আছে তোমার অধিকার।

অস্পৃশ্যতা

দলিত শ্রেণির কথা বলি–
কষ্টে যাদের জীবন কাটে
সমাজ দ্বারা নিষ্পেষিত
উপেক্ষিত মাঠে-ঘাটে।

বাপ-দাদাদের পেশা ছিলো
পরিচ্ছন্ন করবে নগর
সেই পেশাতেই শ্রদ্ধা ঢেলে
আজ শহরে ফুটছে টগর।

ব্যবসা তবু করলো রতন
সবজি নিয়ে বসতো ভ্যানে
ভিড়লো না কেউ ধারে-কাছে
ফিরলো রতন পেশার টানে।

স্পর্শ করা যায় না বলে
অবহেলার শিকার তারা
এমন সমাজ আমরা গড়ি
বলবে কি কেউ দায়ী কারা?

অপেক্ষায় জীবন

গোধূলীর লগনে
হৃদয়ের গহীনে
যখন শুনি তোমার পদধ্বনি।
অনাগত দিনগুলি আমায় এসে বলে–
'তুমি সুখী'।
তবুও আমি কাটিয়েছি বিনিদ্র বর্বর কিছু রাত।
যে রাতে আমায় স্পর্শ করেনি কোন স্বপ্ন।
যে রাতের কালো চাঁদে আমি আবিষ্কার করেছি
অপেক্ষার তিক্ত নোনা স্বাদ।

স্বপ্নের সাথে কিছুক্ষণ

অস্থায়ী চঞ্চল স্রোতের মত
একদিন বয়ে চলেছিলাম
নির্জন স্বপ্ন কিনারায়।
দেখলাম, হাজারো স্বপ্ন শুয়ে আছে হতাশার চাদর গায়ে।
অপ্রস্তুত প্রথম স্বপ্ন এসে বললো–
‘বাস্তবতার মুখোশ পরে
তোমায় নিয়ে যাই অনেক দূরে।
অচেনা আকাশ, অদেখা সাগর, নাম না জানা
নীল-সবুজ পাখিদের ভিড়ে।
অসীমতার রেখা পেরিয়ে তারা উড়ে বেড়ায়
তোমায় একটু আনন্দ দেবে বলে।
মনমাতানো রঙিন স্বপ্ন বললো–
আমি প্রেম, ভালোবাসার উজ্জ্বল ফানুসে
তোমায় উড়িয়ে নিয়ে চলি
ভালো লাগার একটু স্পর্শ দেবো বলে।
অতীতের কাব্যে গড়া সকল স্বপ্নরা বললো–
আমি বেদনা।
বয়ে যাওয়া প্রতিটি ক্ষণের হিসেব দিয়ে যাই
তোমায় কাঁদাবো বলে।
ঝাপসা মনের স্পষ্ট স্বরের
চেনা স্বপ্নরা বললো
আমি পথিক, তোমার স্বপ্ন পৃথিবী হতে আসা ভয়ঙ্কর বাস্তব।
যার তিক্ত সভ্যতার ফাঁকে তুমি খুঁজে ফেরো কেবলই আমায়।

শূন্যতার রণক্ষেত্র

তুমি ছাড়া
স্বপ্নে ভাসানো নীল নৌকার মাঝি
অনুত্তেজ কন্ঠে গেয়ে ওঠে স্মৃতিশূন্য গান।
তুমি এলে,
প্রখর রৌদ্রেও পাই হিমেল হাওয়ার পরশ।
তুমি হাসলে,
উদাসী মুকুলেরা সুখের সাথে ভাব করে নেয়।
তুমি গাইলে,
ভালোবাসার অন্ধ জানালার ভিতর শুরু হয় গোপন লুকোচুরি।
তুমি কাছে এলে,
চৈত্রদিনের বিকেলে অনভ্যস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখি আনমনে।
তোমার অবহেলা পেলে,
প্রাচীন কুয়াশার মতো নিয়ন সমুদ্রের অসীমতায়
নিজেকে বিলিয়ে দেই।
তুমি চলে গেলে,
প্রবল বর্ষণও হয় খরার সামিল।

অনুভূতি

তোমার নির্বাক চোখ
আমার নিস্তব্দতার
একমাত্র কারণ।
তোমার উপস্থিতিই
আমার সুখের সুপ্ত জাগরণ।

তৃতীয় লিঙ্গ

আমি যখন আলো হাতে আসি
হাসিমুখে সোনার পৃথিবীতে
তোমরা আমায় দেখতে এসেছিলে
স্নেহে ভরা পরশ মেখে দিতে।
আমি যখন একটু বড় হলাম,
বোধশক্তি জন্ম নিল প্রাণে
এলোমেলো চিন্তাগুলো এসে
নিয়ে গেল দূর অসীমের পানে।
নিজের ভেতর অন্য মানুষ থাকে
অস্বীকারের সাহস আমার কোথা?
অস্তিত্বের বালুচরে দেখি
শূন্য মাঝে শূন্যে আমার ওঠা।
নিজের সাথে দ্বন্দ্বে আমি মাতি
কে আমি সেই প্রশ্ন নিয়েই থাকি
সমাজ বলে তুচ্ছ আমি ভীষণ
আঁচল দিয়ে মুখ লুকিয়ে রাখি।
আমি এখন একলা পথে হাঁটি
মনের চাওয়া মাথায় তুলে রাখি
বে-আদবের নষ্ট পোশাক পরে
যন্ত্রণাকে খুব ভুলিয়ে রাখি।

গন্তব্যের ঠিকানা

সুখের সাগরে দুখের তরী,
সাজানো পালে স্তব্ধ বায়ু।
অন্ধকারের কালো গন্ধে
দম বন্ধ করা কিছু প্রহর,
শুধুই অস্থিরতার জাল বুনে চলেছে।
বিরহী রাগে গেয়ে চলেছে গান
কোন এক ব্যথার মাঝি।
তরী ডুবে আর ভাসে।
কখনো স্পষ্ট কখনো খুব ঝাপসা ওপার।
কোথায় আমি, যাবো কতদূর?
আমি নিজেই জানি না
আমার গন্তব্যের ঠিকানা।

দুঃস্বপ্ন

স্বপ্নরা বাস্তব হয় না জানি।
কিন্তু দুঃস্বপ্নরা!
আজ আসবাবপত্রের মতো
ছড়িয়ে আছে আমার কল্পলোকের সংসারে।
ইদানীং যাকে বাস্তব বলে মনে হয়।

সবুজের লড়াই

প্রকৃতি কাঁদছে।
নিজেকে ভেঙে আবার গড়ে নিচ্ছে,
তবু বেঁচে আছে টুকরো শ্বাস জোড়া দিয়ে।
আজ মানব সম্প্রদায়ের কালো মন্ত্রে
বিমগ্ন আসামী পৃথিবী।
বিষাক্ত বালুকণা শুধু ধ্বংসের কথা বলে।
নির্জীবতা গুমরে কাঁদে
সবুজের আড়ালে।

আমি একাত্তর দেখিনি

আমি ৭১ দেখিনি।
তবু সবুজ রক্তে আমি ভিজি
মুক্তির চেতনায়।

মুক্ত বিহঙ্গ আজ বন্দী আকাশে।
মানুষের নিঃশ্বাসে তীব্র গন্ধ।
সাদা রং ক্রমশ হয় হলুদ, বেগুনী অতঃপর লাল।

আজ অন্ধকারের ওজন বাড়লেই
কমে নারীর নিরাপত্তা।
জনারণ্যে শিকার হয় মানুষ।
পথে পথে লাঞ্ছিত হয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ।

আমি ৭১ দেখিনি।
তবে শুনেছি, এমনই ছিলো সেই দিনগুলি।

অরণ্যে উদাসীন

অরণ্যের বাইরে
অন্য এক পৃথিবীর মানুষ তুমি।
অদেখা রূপ নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছ ব্রহ্মাণ্ডে।

আমি যখন নগ্ন পায়ে হাঁটি
কচি ঘাসের বুকে।
শিশিরের স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়
আমার কদমযুগল।
ভোরের নির্মলতা আমায়
ছুঁয়ে বলে, 'তুমি সুন্দর'।
পাখিরা যখন গায় পাহাড়ী কোন রাগে,
আমার কর্ণকুটিরে ধ্বনিত হয়,
ভালবাসা ভালবাসা।
নদীর জলে স্নান করি যখন,
আমার তনুর প্রতিটি প্রতঙ্গ খোঁজে
তোমার উপস্থিতি।

কোন রূপ নিয়ে থাকো তুমি?
কী করে খুঁজি তোমায়?
আমার অরণ্যে আমিই উদাসীন।